Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশী নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং ইসলামের আলোকে সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

লেকচারার, তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ত্বলিবের নাম: তাসরুমা শারমিন চৌধুরী

রোল: ২১৬০২০০০৯

তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশী নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং ইসলামের আলোকে সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

লেকচারার, তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ত্বলিবের নামঃ তাসরুমা শারমিন চৌধুরী
রোলঃ২১৬০২০০০৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশের মক্তব ব্যবস্থা এবং সমস্যা দূরীকরণে করণীয়" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসরুমা শারমিন চৌধুরী, আইডিঃ২১৬০২০০০৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা আলী হাসান

লেকচারার, তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের মক্তব ব্যবস্থা এবং সমস্যা দূরীকরণে করণীয়" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জিঃ খন্দকার মারসুস উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তাসরুমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ
৩০ মে , ২০২৪ ইং

তাসরুমা শারমিন চৌধুরী

আইডিঃ২১৬০২০০০৯
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা -- ৭
নারীদের জীবনে অর্থ প্রয়োজন কেন? -- ৯
জীবনের বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ------------------- ১০
জন্মের পূর্বে এবং বাল্যকালে মেয়ে শিশুদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ------------------- ১১
কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যা (Female infanticide) -- ১২
ইসলামে কন্যা শিশু হত্যার নিষেধাজ্ঞা --- ১৪
সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ: ---------------------- ১৬
আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে কন্যাসন্তান তথাপি নারীর মার্যাদা ঃ------------------------ ১৮
কন্যাসন্তান প্রতিপালন, ইসলাম কি বলে? ঃ -- ১৯
পূর্ণ বয়সে (বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কাল) নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা----- ২৩
পূর্ণ বয়সে নারীদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অসুবিধা ---------------------------- ২৪
ইসলামে পূর্ণবয়স্কা নারীর ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার --------------------------------- ২৬
যৌতুক: বাংলাদেশে নারীদের প্রতি করা ভয়াবহ একটি সামাজিক অন্যায়----------------- ২৯
যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণ্য কাজ ------------------------------------- ৩১
বাংলাদেশের নারীরা নানারকম পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ---------------------------- ৩৩
ইসলামে নারীরা স্বামীর কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী------------------------ ৩৪
নারীদের মোহরানা না দেওয়া একটি সামাজিক কুপ্রথা ---------------------------------- ৩৬
ইসলামে নারীদের মোহরানা পাওয়ার অধিকার -- ৩৯
বাংলাদেশে নারীদের উত্তরাধিকারের সম্পদ হতে বঞ্চিত করার সামাজিক প্রচলন রয়েছে- ৩৯
ইসলাম নারীদের সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়েছে --- ৪০
নারীদের নিজের সম্পদের কব্জা না পাওয়া অথবা নিজের সম্পদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা না থাকা, নারীদের প্রতি করা একটি অন্যায়ঃ----------------------------------- ৪৩
ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-- ৪৩

সমাজে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের প্রতি সহযোগিতার অভাব---------------------৪৫
ইসলামে বিধবা নারীর অধিকার --৪৬
ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদের পর নারীর অধিকার --------------------------------------- --৪৭
দেশে মুসলমান নারীদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব এবং আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করার উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব -----------------------------------৪৯
ইসলামে নারীদের শিক্ষার অধিকার --৪৯
ইসলামে নারীর উপার্জনের স্বাধীনতা --৫৩
বার্ধক্যে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা-----------------------------------৫৬
ইসলামের আলোকে বার্ধক্যে নারীর অধিকার---৫৭
ইসলামের নারীর অধিকার বনাম প্রচলিত নারী অধিকার---------------------------------৫৮
বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য করণীয়-------------৬৩
উপসংহার --৬৫

বাংলাদেশী নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং ইসলামের আলোকে সমাধান

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।" [১]

মানব জীবনের এই উদ্দেশ্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সত্য। এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, 'আমলের ক্ষেত্রে কারা উত্তম।" [২]

মানুষের আমলের বা কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও অন্তর্ভূক্ত। অর্থ সফলতার মানদন্ড নয়। তবে জীবনযাপনে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে ইসলাম ধর্মকে মানুষের জন্য চূড়ান্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" [৩]

মানুষের জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলাম ধর্মে। নারীদের আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার সমাধানও রয়েছে ইসলামে। তাই, নারীদের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জেনে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের স্বর্ণালী যুগের আলোকে সমাধান করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই থিসিসে বিভিন্ন গবেষণাপত্র পর্যালোচনা এবং সামাজিক চিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেইসাথে, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামের ইতিহাস ও ফিকহ এর আলোকে নারীদের এই সমস্যাগুলির সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১) সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬ (৫১: ৫৬)

২) সূরা কাহাফ, আয়াত ৭ (১৮:৭)

৩) সূরা মা’য়েদা, আয়াত ৩ (৫:৩)

নারীদের জীবনে অর্থ প্রয়োজন কেন?ঃ

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নারীদের অর্থের প্রয়োজন হয়। যেমনঃ

- মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাকাত, কুরবানী এবং হজ্জের জন্য
- আত্মীয় এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য নফল সাদাকাহ করার জন্য

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সকল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার প্যোজন হয়। এইসব মোউলিক চাহিদা পূরণ করতে অর্থের প্রয়জন হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদের পরিমান সাপেক্ষে নারীদের জন্যও যাকাত, কুরবানী এবং হজ্জের বিধান রেখেছেন। এইসব দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও অর্থ পারলৌকিক সাফল্য অর্জনের একটি উপাদান হতে পারে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"অতএব আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।" [৪]

দুনিয়াবি চাহিদা হালালভাবে মিটাতে এবং পরকালে সফল হওয়ার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে অর্থের জায়েজ উৎস এবং এর যথাযথ ব্যবহার জানা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রঃ

৪) সুরাহ রূম, আয়াত ৩৮ (৩০:৩৮)

জীবনের বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ

জীবনের বিভিন্ন ধাপে নারীরা অর্থের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে পারেন। সমস্যাগুলো অনুধাবন করার জন্য নারী জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- জন্মের পূর্ব এবং বাল্যকাল
- পূর্ণ বয়স (বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কাল)
- বার্ধক্য

বাংলাদেশের নারীরা বাল্যকাল, পূর্ণবয়স এবং বার্ধক্যে নান রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হন। পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং সমাজে ধর্মের নাম দিয়ে প্রচলিত কিছু ভ্রান্তধারণার কারণেও এইসব সমস্যার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতিটি ধাপে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ইওসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা অপরিহার্য।

জন্মের পূর্বে এবং বাল্যকালে মেয়ে শিশুদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ

'জন্মের পূর্বে সমস্যা' কথাটি শুনতে বেশ অদ্ভুত। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই আধুনিক সময়কালেও অনেক কন্যা সন্তানের প্রাণ মায়ের গর্ভেই শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র তার লিঙ্গের কারণে। এছাড়াও কন্যা সন্তানেরা বাল্যকালে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত হয়। জন্মের পূর্বে এবং বাল্যকালে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো হলো-

- কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যা (Female infanticide)
- কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ

বিভিন্ন গবেষণার আলোকে বর্তমান সমাজে বিদ্যমান পূর্বোল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি আমরা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোকপাত করব।

কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যা (Female infanticide)ঃ

কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যার ইতিহাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও সভ্যতায় পাওয়া যায়। চীন, স্পেন (১৭৫০-১৯৫০), গ্রীসিও-রোমান সভ্যতায় এই ঘৃণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। চীনে ১৯৭৯ এর 'One Child Policy' এর ফলস্বরূপ কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যা বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধ বয়সের ভরসা হিসেবে একমাত্র সন্তান হিসেবে চীনারা পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেয়। নারীর সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে কমে যাওয়ায়, পরবর্তীতে চীনে কন্যা সন্তানের ভ্রুণ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে, বর্তমান সময়েও ভারতে এই সমস্যা প্রকট। এছাড়াও বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় এইরকম জঘন্য কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। দুঃখের বিষয় হলো, কিছু মুসলমান পরিবার এবং মুসলমান ডাক্তারও এই কুকর্মে জড়িত পাওয়া গেছে। [৫,৬,৭, ৮, ৯]

বিভিন্ন গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা করে কন্যাশিশুর ভ্রুণহত্যার মত জঘন্য কাজের নেপথ্য নিম্নের কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

কন্যাশিশুর ভ্রুণহত্যার কারণঃ

- মেয়েদের বোঝা মনে করা এবং পুত্র সন্তান পাওয়ার আশা
- সমাজে নারী ও তার পিতামাতার মর্যাদার অভাব
- যৌতুক
- অর্থ আয় ও পরিবারের জন্য ব্যয়ে নারীদের তুলনামূলক কম ভূমিকা পালন
- পুঁজিবাদী মানসিকতা(পরকালীন প্রতিদান লাভের নয়, শুধুমাত্র ইহকালীন সাফল্যের আশা করার মানসিকতা)
- ধর্মীয় শিক্ষার অভাব [১০,১১,১২]

তথ্যসূত্রঃ

৫) Khattak, A. K. (2014, September). Female Infanticide and Killing Women for Giving Birth to A Baby Girl. A Case study of Pakistan. In *Proceedings of SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities. Istanmbul, Turki* (pp. 8-10).

৬) Beltrán Tapia, F. J., & Marco-Gracia, F. J. (2022). Death, sex, and fertility: female infanticide in rural Spain, 1750–1950. *European Review of Economic History*, *26*(2), 234-254.
৭) Haentjens, A. M. (2000). Reflections on female infanticide in the Greco-Roman world. *L'Antiquité Classique*, *69*, 261-264.
৮) Bano, N., Beg, A., Kumari, A., & Dahiya, R. (2021). A critical review: problem of female feoticide and female infanticide in India. *Pharma Innovation Journal*, *10*(3), 243-48.
৯) Manhas S, Banoo J. Perceptions related to female foeticide among doctors from Muslim community in Jammu, J&K. (India). International Indexed and Refereed Research Journal. 2013;4(40):7-9.
১০) Khattak, A. K. (2014, September). Female Infanticide and Killing Women for Giving Birth to A Baby Girl. A Case study of Pakistan. In *Proceedings of SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities. Istanmbul, Turki* (pp. 8-10).(Includes Bangladesh)
১১) Saravanan, S. (2002). Female infanticide in India: A review of literature. *Social Change*, *32*(1-2), 58-66.
১২) Manhas S, Banoo J. Perceptions related to female foeticide among doctors from Muslim community in Jammu, J&K. (India). International Indexed and Refereed Research Journal. 2013;4(40):7-9.

ইসলামে কন্যা শিশু হত্যার নিষেধাজ্ঞাঃ

ইসলাম কন্যা শিশু হত্যার নিষ্ঠুর প্রাক-ইসলামী প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। ইসলাম কন্যা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া একটি প্রথা ছিল। ইসলাম এই নৃশংস কাজটিকে একটি গুরুতর পাপ হিসাবে বিবেচনা করে।[১৩] সূরাহ আল-আনআম এ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“বল, ‘এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা এই যে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, আল্লাহ যে প্রাণ হরণ করা হারাম করেছেন তা ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা- ভাবনা করে কাজ কর।” [১৪]

এছাড়াও, কন্যা সন্তান হত্যা সম্পর্কে সুরাহ তাক্বওয়ীর এ কিয়ামতের ভয়াবহ বর্ণানায় আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ

بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

“যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?”[১৫]

কিয়ামতের দিন এই প্রশ্ন তার হত্যাকারীকে ভয় দেখানোর জন্য করা হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে, জীবন্ত প্রোথিতা কন্যা সেইদিন তার রক্তের ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। [১৬]

হাদিস শরীফেও কন্যা সন্তান হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রসুল (সাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ".

সা'দ ইবনু হাফস ... মুগীরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা, যে জিনিস গ্রহন করা তোমাদের জন্য ঠিক নয় তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেওয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা। [১৭]

শিশু পুত্রের পরিবর্তে কন্যা সন্তানের জন্মের খবর শুনে কিছু পিতা-মাতার অনাকাঙ্ক্ষিত মনোভাবের নিন্দাও করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!" [১৮]

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আমরা দেখলাম ইসলামে কন্যা সন্তান হত্যা নিকৃষ্ট এবং নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রতার দিয়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১৩) Fatima, K., Siddiqui, U.M. and Ahmed, I., 2022. Social And Marital Rights Of Women In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study. *Webology (ISSN: 1735-188X)*, *19*(3).)

১৪) সূরাহ আল-আনআম, আয়াত ১৫১ (৬ঃ১৫১)

১৫) সুরাহ তাক্বওয়ীর, আয়াত- ৮-৯ (৮১ঃ৮-৯
১৬) https://quran.com/81:8/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir
১৭) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৯৭৫
১৮) সূরাহ নাহলঃ আয়াত ৫৮-৫৯, (১৬ঃ ৫৮-৫৯)

সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ:

সমাজের দৈন্যতার কারণে অনেক কন্যা সন্তান বাল্যকালে অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অভিভাবকদের মধ্যে অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন গবেষণার আলোকে বাংলাদেশের সমাজের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

খাদ্যে বৈষম্যঃ

দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার কারণে অনেক পরিবার তাদের শিশু সন্তানদের পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগাতে পারে না। দেখা গেছে বেশিরভাগ কন্যা সন্তানেরা ছেলে শিশুদের তুলনায় প্রতিদিন প্রায় ২০% কম ক্যালোরি পেয়ে থাকে, ফলস্বরূপ কন্যা শিশুদের অনেকসময় প্রাণঘাতী পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। বাংলাদেশে একটি মেয়ে শিশুর ছয় বছর বয়সের আগেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা (Probability) ছেলে শিশুর চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।[১৯] অপেক্ষাকৃত নতুন একটি গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের তুলনায় ১.৪৪ গুণ বেশী অপুষ্টিতে ভোগে।[২০]

চিকিৎসায় বৈষম্যঃ

চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও এদেশের মেয়ে শিশুদের বঞ্চিত হতে দেখা যায়। এমনকি ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ছেলে শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।[২১] বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামের উপর করা একটি গবেষণা অনুযায়ী, ৩৩.৫% অংশগ্রহণকারী মনে করেন মেয়েদের ভালো স্বাস্থ্যসেবের প্রয়োজন নেই। ৪৫% বলেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের চাইতে পুত্রসন্তানকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়।[২২]

শিক্ষায় বৈষম্যঃ বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামের উপর করা একটি গবেষণা অনুযায়ী, ৩০% অংশগ্রহণকারী মনে করেন মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। ৫০% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, সমাজের কল্যণে মেয়েদের শিক্ষার কোনও ভূমিকা নেই। ৫২.৫% অংশগ্রহণকারী বলেছেন, মেয়েদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন নেই।[২৩]

এছাড়াও সমাজে মায়েদের উপর পুত্রসন্তান জন্মদানের জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপ প্রদান করা হয়। অনেক পরিবারে কন্যা সন্তানের মায়ের প্রতি অবহেলা এবং নির্যাতনমূলক আচরণ করা

হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামের উপর করা পূর্বোল্লিখিত গবেষণা অনুযায়ী, ৭৮% অংশগ্রহণকারী মতামত দিয়েছেন, ‘মেয়েদেরকে সমাজে বোঝা মনে করা হয়’। ৮২.৫% বলেছেন, ‘নারীদের পুরুষদের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার মনে করা হয়’। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো মেয়েদের প্রতি এই অন্যায্য আচরণ ধর্মীয় প্রভাবে হয় বলে ৭৭% অংশগ্রহণকারী মতামত দিয়েছেন।[২৪]

মেয়ে শিশুদের প্রতি তাদের এই ধারণা আসলেই কি ঠিক, না কি প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ? এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ ও ইসলামের সোনালী সময়ের ইতিহাসের আলোকে, পরবর্তী অধ্যায়ে, ইসলামে কন্যা শিশুদের অবস্থান ও অধিকারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে চাই।

তথ্যসূত্রঃ

১৯) Ragsdale, S. S., & Campbell, V. D. (1999). Protection of the female child: The mothers of our future-case studies of India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. Tulsa J. Comp. & Int'l L., 7, 177.

২০) Choudhury, K. K., Hanifi, M. A., Rasheed, S., & Bhuiya, A. (2000). Gender inequality and severe malnutrition among children in a remote rural area of Bangladesh. Journal of Health, Population and Nutrition, 123-130.

২১) Chen, L. C., Huq, E., & d'Souza, S. (1981). Sex bias in the family allocation of food and health care in rural Bangladesh. Population and development review, 55-70.

২২) Md. Rezoanul Islam and Nasrin Gannat Seba (2019), Causes and different aspect of Gender Inequality in rural Bangladesh, Journal of Agricultural and Rural Research, 3(2):46-56.

২৩) Md. Rezoanul Islam and Nasrin Gannat Seba (2019), Causes and different aspect of Gender Inequality in rural Bangladesh, Journal of Agricultural and Rural Research, 3(2):46-56.

আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে কন্যাসন্তান তথাপি নারীর মার্যাদাঃ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখলাম সমাজে প্রচলিত ধারণা হলো, কন্যা সন্তান অথবা নারীর মর্যাদা পুরুষের চাইতে কম। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে মর্যাদা মাপকাঠি মানুষের লিঙ্গ নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।“ [২৪]

মহান আল্লাহর কাছে তিনিই বেশী মর্যাদা পাবেন, যার তাকওয়া যত বেশী, তিনি পুরুষই হোন বা নারী। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভালো কাজের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন,

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا

“মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ ও রোযাপালনারী নারী, যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী- আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।” [২৫]

পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রকৃত সফলতা হলো জান্নাত লাভ। এক্ষেত্রে লিঙ্গ নয় বরং কর্মই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا

“পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে আর সে ঈমানদারও বটে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি তিল পরিমাণও অন্যায় করা হবে না।” [২৬]

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, কন্যা সন্তান জন্ম দিলে হীনমন্যতায় ভোগা বা কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার মর্যাদা কম, এটি ইসলামের শিক্ষা না, বরং সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণা।

তথ্যসূত্রঃ

২৪) সূরা হুজুরাত, আয়াত, ১৩ (৪৯ঃ১৩)
২৫) সূরা আল-আহযাব, আয়াত, ৩৫ (৩৩ঃ৩৫)
২৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত, ১২৪ (০৪ঃ১২৪)

কন্যাসন্তান প্রতিপালন, ইসলাম কি বলে? ঃ

কন্যা সন্তান পালনের ফযীলত

পিতা-মাতা তাদের কন্যাদের লালন-পালন করতে এবং ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে বাধ্য। রসুল (সাঃ) এর কন্যা সন্তান পালনের ফযীলত সম্পর্কিত বহু হাদিস রয়েছে। নিচে এর কয়েকটির উল্লেখ করা হলোঃ

জাহান্নামের ঢাল স্বরুপঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ " مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ".

আবুল ইয়ামান (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক মহিলা তার দু’টি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইলো। আমার কাছে একটি খুরমা ছাড়া আর কিছুই সে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। মহিলা তার দু’মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেনঃ যাকে এ সকল কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, এরপর সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় স্বরূপ হবে।[২৭]

এই সম্পর্কিত আরেকটি হাদিস হলোঃ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ - كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

'উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।[২৮]

কিয়ামত দিবসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভঃ

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ " . وَضَمَّ أَصَابِعَهُ .

আমর নাকিদ (রহঃ) ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, (এই বলে) তিনি তার হাতের আংগুলগুলো একত্র করলেন। [২৯]

জান্নাত লাভঃ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، يُؤْوِيهِنَّ، وَيَكْفِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَثِنْتَيْنِ.

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও। [৩০]

পিতার মৃত্যুর পর, বোনের দায়িত্ব সাবালক ভাই এর উপর বর্তায়। রসুল (সাঃ) পিতার মৃত্যুর পর বোনদের দায়িত্ব নেয়ার জন্য জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) এর জন্য দুআ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ". قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ". قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ". أَوْ قَالَ خَيْرًا.

মুসাদ্দাদ (রহঃ) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাতটি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নয়টি মেয়ে রেখে আমার পিতা ইন্তেকাল করেন। তারপর আমি এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করলেনঃ কুমারী বিয়ে করেছ না বিধবা? আমি বললামঃ বিধবা। তিনি বললেনঃ কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে প্রমোদ করতে, সেও তোমার সাথে প্রমোদ করতো। তুমিও তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাতো। জাবির (রাঃ) বলেনঃ আমি তাকে বললামঃ অনেকগুলো কন্যা সন্তান রেখে আবদুল্লাহ (তার পিতা) মারা গেছেন তাই আমি ওদের-ই মত কুমারী মেয়ে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। আমি এমন মেয়েকে বিয়ে করলাম যে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা বললেনঃ কল্যাণ দান করুন। [৩]

কন্যা সন্তান লালন-পালনে শুধুমাত্র পিতামাতাকেই উৎসাহ দেয়া হয়নি, বরং, নবীজী (সাঃ) এর সীরাহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, সাহাবীগণ (রাঃ) শহীদ সাহাবীদের এতিম কন্যাসন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্য রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন। এই সম্পর্কিত বুখারী শরীফের একটি হাদিসের কিছু অংশ উল্লেখ করা যায়ঃ

হামযা (রাঃ)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো। আলী (রাঃ) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা (রাঃ) কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রাঃ) বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মূসা (রহঃ) ... বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,......।। (কাফেলা মদিনা পৌঁছার পর) বাচ্চাটি নিয়ে আলী, যায়িদ (ইবনু হারিসা) ও জা'ফর [ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)]-এর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে)! জাফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হল আমার স্ত্রী। যায়িদ [ইবনু হারিসা (রাঃ)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করলো)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ

জাফরের পক্ষে) ফায়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সমপর্যায়ের। ......[৩২]

সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা হলো নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু, কন্যাদের লালন-পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা শুধু একটি অধিকার নয়, এটি সকল নারী-পুরুষের জন্য একটি দায়িত্ব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক"। [৩৩]

সমাজে আরও একটি ভ্রান্ত ধারাণা হলো, ‘‘কন্যা সন্তান বোঝা’’। কিন্তু, রিযিকের মালিক আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ ۝

‘পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর ন্যস্ত। [৩৪]

সবার মতই মেয়ে শিশুটির রিযিকও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই, মেয়ে সন্তান কারও বোঝা নয়। নিজের স্ত্রী ও সন্তানের ব্যয় করাও এক ধরণের সাদাকাহ[৩৫] এবং সাদাকাহ সম্পদ হ্রাস করে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ " .

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদাকাহ করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। [৩৬]

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামে সুষ্ঠুভাবে কন্যাসন্তান লালান-পালনের ফযীলত অপরিসীম। কন্যা সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব। কন্যাসন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করে সৌহার্দপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে

কন্যার পিতা পরকালীন সাফল্য লাভ করতে পারবেন। পিতার মৃত্যর পর মেয়েশিশুর ভাই বা অন্য নিকট আত্মীয় তার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করা কাম্য।

তথ্যসূত্রঃ

২৭) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৯৯৫

২৮) সুনান ইবনু মাজাহ | অধ্যায়ঃ ২৭/ শিষ্টাচার (كتاب الأدب), ৩৬৬৯

২৯) সহীহ মুসলিম, আন্তর্জাতিক নম্বরঃ ২৬৩১

৩০) আলআদাবুল মুফরাদ-অধ্যায়ঃ সন্তানের প্রতি মমতা, ৭৮

৩১) সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৯৭৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৩৬৭

৩২) সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩৯২৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪২৫১

৩৩) সূনান ইবন মাজাহ, ২২৪

৩৪) সূরা হুদ: আয়াত ৬

৩৫) সহীহ বুখারীঃ আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৩৫৪

৩৬) সহীহ মুসলিম, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৫৮৮

পূর্ণ বয়সে (বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কাল) নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ

বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ হতে দেখা যায় যে, বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশের নারীরা নিম্নের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহের সম্মুক্ষীন হনঃ

- খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অসুবিধা
- যৌতুক এবং বিয়েতে অত্যধিক খরচের চাপ
- পারিবারিক নির্যাতন
- মোহরানা না পাওয়া
- উত্তরাধিকারের সম্পদ না পাওয়া
- নিজের সম্পদের কব্জা না পাওয়া
- নিজের সম্পদ বিনিয়োগ এবং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা না থাকা
- বিধবা নারীদের ও বিবাহবিচ্ছেদের শিকার নারীদের প্রতি সহযোগিতার অভাব
- মুসলমান নারীদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব

- প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করার উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব

পরবর্তী অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা এবং পারিপার্শিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিয়ের পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জীবনের আর্থ-সামাজিক এই সমস্যাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সেইসাথে, কিভাবে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকারের যথযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীদের এই সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায় সেই আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ণ বয়সে নারীদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অসুবিধাঃ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ১১০ জন নারীর সাক্ষাৎকার সম্বলিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, অনেক বিবাহিত নারীরা খাদ্যের জন্য পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। মুসলমান এবং অমুসলিম উভয় ধরণের পরিবারে নারীরা স্বামী এবং শাশুড়ির ভয়ে মারাত্বক ক্ষুধা সহ্য করে কাজ করতে থাকেন। এই সাক্ষাৎকারগুলি দেখায় যে কিছু ক্ষেত্রে, মহিলারা কিছু বেশি খাদ্য পাওয়ার অনুরোধ করে নিজেকে সহিংসতার মুখোমুখি করেন। অন্যান্য মহিলারা সহিংসতা এড়ানোর প্রয়াসে তাদের খাবার গ্রহণ সীমিত করে বা কম পুষ্টিকর খাবার খান, যার ফলে তারা নিজেরা অপুষ্টিতে ভুগেন। খাবার পরিবাশনে দেরী বা খাবার কম মজা হওয়ার শাস্তিস্বরুপ নারীদের প্রহার করা হয় এবং সেই সাথে নারী এবং তার সন্তানদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৩৭, ৩৮]

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এদেশের নারীরা অসুবিধার সম্মুক্ষীন হন। অসুস্থতায় ভুগছেন এমন মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন।[৩৯] স্বামীরা প্রায়শই তাদের স্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বহন করতে অস্বীকার করে। মহিলাদের প্রায়শই তাদের অসুস্থতার জন্য দায়ী করা হয় এবং চিকিৎসার জন্য তাদের পিতামাতার বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়, যাতে স্বামীকে ডাক্তারের পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদান করতে না হয়। [৪০]

অনেক মুসলমান পরিবারে নারীরা নিজেদের পর্দা, মর্যাদা এবং প্রাইভেসী রক্ষা করার মত বাসস্থানের সুবিধা হতে বঞ্চিত হন।

তথ্যসূত্রঃ

৩৭) Lentz, E. C. (2018). Complicating narratives of women’s food and nutrition insecurity: Domestic violence in rural Bangladesh. *World Development*, *104*, 271-280.

৩৮) Blum, L. S., Khan, R., Sultana, M., Soltana, N., Siddiqua, Y., Khondker, R., & Tumilowicz, A. (2019). Using a gender lens to understand eating behaviours of adolescent females living in low-income households in Bangladesh. *Maternal & Child Nutrition*, *15*(4), e12841.

৩৯) Ahmed, S. M., Adams, A. M., Chowdhury, M., & Bhuiya, A. (2000). Gender, socioeconomic development and health-seeking behaviour in Bangladesh. *Social science & medicine*, *51*(3), 361-371.

৪০) Van der Putten, M. and Nur-E-Jannat, A., 2020. Coping with domestic violence: women's voices in Bangladesh. *Journal of Health Research*, *36*(1), pp.77-88.)

ইসলামে পূর্ণবয়স্কা নারীর ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারঃ

স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও তাদের পোশাক দিতে বাধ্য;"[৪১]

একজন স্বামীর উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং সম্ভ্রম রক্ষা করে চলার মত বাসস্থনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। স্ত্রী তার স্বামীর চেয়ে ধনী হলেও এই অধিকারের অধিকারী।[৪২]

যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান- এই তিনটি মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয় তবে তার বিয়ে করা উচিৎ নয়, কারণ এটি নিপীড়ন হিসাবে বিবেচিত হবে।[৪৩]

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".

উমর ইবনু হাফ্স ইবনু গিয়াস (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা যুবক বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোনো কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা শাদী করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের শাদী করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।[৪৪]

বিদায় হজ্জের ভাষণের একাংশে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন,

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হাক্ব (হক) রয়েছে।"[৪৫]

কোন পুরুষ যদি স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ যথাযথভাবে প্রদান না করেন, তবে তার স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ রেখে দেয়ার।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ".

মুহাম্মদ ইবনু মূসান্না (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হিনদা বিনত উতবা বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপন লোক। আমাকে এ পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট; তবে তার অজানাতে যা আমি (চাই) নিতে পারি। তখন তিনি বললেনঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য নিয়মানুসারে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার। [৪৬]

স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্ত্রী অসুস্থ হলে তার দেখাশোনার প্রতিও স্বামীকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা সম্বলিত হাদিসে 'উসমান ইবনু আফ্ফান এর নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যদিও তিনি তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতায় তাকে দেখাশোনা করার জন্য যুদ্ধে যেতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা) দেখাশোনার জন্য (মদিনা্য়) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গানীমাতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন।[৪৭]

স্বামী জীবিত অবস্থায় স্ত্রীর জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ। এমনকি পুরুষের মৃত্যুর পরেও তার স্ত্রী-সন্তানেরা যেন অভাবে না পতিত হয় সেইভাবে সম্পদ রেখে যাওয়ার নির্দেশনা আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ".

মুহাম্মদ ইবনু কাসীর (রহঃ) ... সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিচর্যার জন্য আসতেন। আমি বললাম,

আমার তো মাল আছে। সেগুলো সব আমি ওসিয়্যাত করে যাই? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পার। এক-তৃতীয়াংশই বেশী। মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরবে ও এরূপ ফকীর অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার তুলনায় তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। আর যাই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য সাদাকাহ হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে তাও। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করবেন এই আশা। তোমার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হবে, আবার অন্যেরা (কাফির সম্প্রদায়) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [৪৮]

তথ্যসূত্রঃ

৪১) আল কুরআন, সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৩৩, ২ঃ২৩৩

৪২) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৪৩) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women’s Rights in the Qur’an, Sunnah and Heritage of Islam. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, *17*(3), 321-331.

৪৪) সহীহ বুখারীঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৭০০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫০৬৬

৪৫) মুসলিম, হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ২৮৪০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১২১৮

৪৬) সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৯৭৩, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৩৬৪

৪৭) (সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) | অধ্যায়: ৬৪/১৩)

৪৮) বুখারীঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৯৬৩, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৩৫৪

যৌতুক: বাংলাদেশে নারীদের প্রতি করা ভয়াবহ একটি সামাজিক অন্যায়ঃ

সাধারণত 'যৌতুক' শব্দটি বোঝায়, বিয়ের সময় কনের সাথে নিয়ে আসা আর্থিক এবং বস্তুগত সম্পত্তিকে। অন্যভাবে বলা যায়, যৌতুক হলো নগদ অর্থ, মূল্যবান জিনিসপত্র বা সম্পত্তি যা কনের পরিবার বিয়ের পরে বরের পরিবারকে দেয়। Oxford Learner's Dictionary অনুযায়ী যৌতুক এর সংজ্ঞাঃ

Money and/or property that, in some societies, a wife or her family must pay to her husband when they get married. [৪৯]

বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এদেশের নারীদের জীবনে একটি অন্যতম আর্থ-সামজিক সমস্যা হলো, যৌতুক। যৌতুকের অর্থ প্রদান না করতে পারলে বা অপর্যাপ্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে, মহিলারা বিভিন্ন ধরণের নির্যাতলের শিকার হন। যেমনঃ তালাক বা তালাকের হুমকি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ইত্যাদি। কখনও কখনও মহিলারা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, আত্মহত্যার করে থাকেন। বাংলাদেশের আইনে(The Dowry Prohibition (Amendment) Act of 2018) যদিও যৌতুকের সহিংসতার ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও যৌতুকের সহিংসতার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫০] যৌতুক জনিত সহিংসতা ও মৃত্যু সম্পর্কিত কোন নিয়মতান্ত্রিক তথ্য বিদ্যমান না থাকলেও অনুমান করা হয় যে যৌতুক জনিত সহিংসতার কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০ এরও বেশি নারী নিহত হয়।[৫১]

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের উপরকৃত একটি গবেষোনায় দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ মহিলা তাদের কন্যাদের বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, যদিও এই প্রথাটি আইনত নিষিদ্ধ। মহিলারা জানিয়েছেন যে তারা তাদের কন্যাদের জন্মের ঠিক পরে তাদের জন্য যৌতুক হিসাবে সম্পদ জমাতে শুরু করেন।[৫২]

বিয়ের সময় যৌতুক নেয়া ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম কুপ্রথা প্রচলিত আছে। যেমনঃ কুরবানীতে মেয়ের শশুরবাড়িতে গরু বা খাসী উপহার দেয়া, রমযান এবং ঈদে বাধ্যতামূলক খাবার পাঠানো ইত্যাদি। মেয়ের বাচ্চা হওয়ার খরচ মেয়ের বাবার বাড়ি থাকে আশা করা ইত্যাদি। পাশাপাশি আরও রয়েছে পাত্রপক্ষের পক্ষ হতে কনেপক্ষকে বিয়েতে অত্যধিক খরচের চাপ প্রদান করা। বরযাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো, খাবারের আইটেম বাড়ানো এবং দামী ভেন্যুতে দাওয়াত প্রদান ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ

৪৯) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dowry

৫০) Taher, M. A., & Jamaluddin, S. Z. (2015, November). Reluctance of seeking legal remedy in dowry violence cases in Bangladesh: An analysis of influencing factors. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 53, pp. 83-89).

৫১) Chowdhury, S., Mallick, D., & Chowdhury, P. R. (2020). Natural shocks and marriage markets: Fluctuations in mehr and dowry in Muslim marriages. *European Economic Review*, *128*, 103510.

৫২) Parveen, S. (2007). Gender awareness of rural women in Bangladesh. *Journal of International Women's Studies*, *9*(1), 253-269.

যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণ্য কাজঃ

যৌতুক ইসলাম ধর্মের প্রথা নয়। এটি ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড। কন্যার পরিবারের উপর চাপ প্রয়োগ করে টাকা বা অন্যান্য সম্পদ নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য কাজ।[৫৩]

ইসলামে এমনকি বিয়েতে কন্যার পরিবারের কোন ধরণের অনুষ্ঠান করারও নির্দেশনা নেই। বরং, ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে কনেকে মহর দেয়া ওয়াজিব। সেই সাথে বরের জন্য ওয়ালিমা করার নির্দেশনা রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضى الله عنه أَنَّ عَبْدَ، الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার সুফরার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারী নারীকে শাদী করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর যদি একটি বকরী দিয়েও হয়। [৫৪]

উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই, রসুল (সাঃ) তাঁর সাহাবীর (রাঃ) বিয়ের খবর জানতে পেয়ে কনেপক্ষ কি দিয়েছে বা কি অনুষ্ঠান করেছে তা জানতে চাননি। বরং, তিনি আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) কে মোহরানা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন এবং ওয়ালীমার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এ থেকে আমারা বুঝতে পারি যৌতুক এবং বিয়ের সময় এবং পরে কনে পক্ষ থেকে নানারকম খরচ করার যে সামাজিক চাপ এদেশে লক্ষ্য করা যায় তা নিতান্ত আমাদের সমাজের কুপ্রথা। এই কুপ্রথাসমূহ ইসলামের শিক্ষার বিরোধী। বরং, মহর প্রদান এবং ওয়ালীমার আয়োজন হলো বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা।

<u>**তথ্যসূত্রঃ**</u>

৫৩) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৫৪) সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৭৮০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫১৫৩

বাংলাদেশের নারীরা নানারকম পারিবারিক নির্যাতনের শিকারঃ

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সহিংসতা বাংলাদেশের সমাজে একটি সাধারন বিষয়। বাংলাদেশের ছয়টি গ্রামের উপর করা ২০০২ সালের একটি সার্ভেতে এই চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। ৮৪ শতাংশ নারী তাদের জীবনে কমপক্ষে একবার স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই একাধিক বার এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন। স্বামীর সহিংসতা সম্পর্কে কথা বলা কিছু মহিলার বিবৃতিতে বুঝা যায় যে এই ধরনের সহিংসতা বাংলাদেশি সমাজে স্বাভাবিক চোখে দেখা হয়, এমনকি অনেক ভুক্তভোগীরা নিজেরাই মনে করেন সাংসারিক কাজে যেকোনও ধরণের ভুল হলেই স্বামীর অধিকার আছে তার স্ত্রীকে প্রহার করার। [৫৫]

নারীরা অনেক সময় খাবার দিতে দেরী হওয়া, খাবার কম মজা হওয়া ইত্যাদি কারণে তাদের স্বামীদের দ্বারা শারীরিক সহিংসতার শিকার হোন। এছাড়াও, শাস্তিস্বরূপ নারীদের এবং তাদের সন্তানদের অনেক সময় খাবার খেতে দেওয়া হয় না। এই ধরণের নির্যাতনের শিকার মহিলারা একটি গবেষণায় বর্ণনা করেছেন যে কেন কিছু মহিলা নির্যাতন সহ্য করেও সংসারে থেকে যান এবং কেনই বা তাদের কেউ কেউ বিবাহবিচ্ছেদের দিকে আগান। মহিলাদের নির্যাতনের সংসার চলে যাওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন একটি তার বাবা বাড়ির পরিবারের তাকে সমর্থন করা ইচ্ছা এবং সক্ষমতা, সন্তান, কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকার থাকা, সামাজিক কোন সংস্থার সমর্থন থাকা; এবং তার নিজের জমি থাকা এবং সেই জমিতে তার পূর্ণ অধিকার থাকা। কার্যকর বিকল্প ছাড়া, অনেক মহিলা হিংস্র স্বামীদের ছেড়ে যেতে পারেন না বা চান না। [৫৬]

২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ছয়টি গ্রামের সদ্য বিবাহিত ৭৪ জন বাংলাদেশি নারীদের জীবন ইতিহাসের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি গবেষণাপত্রের গবেষকদের মতে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিভিন্ন উপায়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের ঘটনা হ্রাসে অবদান রাখতে পারে। এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা অমানুষিক নির্যাতন বাঁচার এবং এই ধরণের সহিংস বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজে পান।[৫৭]

৫৫) Schuler, S. R., & Islam, F. (2008). Women's acceptance of intimate partner violence within marriage in rural Bangladesh. *Studies in family planning*, *39*(1), 49-58.

৫৬) Lentz, E. C. (2018). Complicating narratives of women's food and nutrition insecurity: Domestic violence in rural Bangladesh. *World Development*, *104*, 271-280.

৫৭) Schuler, S. R., & Nazneen, S. (2018). Does intimate partner violence decline as women's empowerment becomes normative? Perspectives of Bangladeshi women. *World development*, *101*, 284-292.

ইসলামে নারীরা স্বামীর কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিয়ের উদ্দেশ্য বলেছেন 'শান্তিতে বাস করা'। এবং এই শান্তি লাভ শুধুমাত্র পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়ার মাধ্যমেই সম্ভবঃ

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" [৫৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত করেছেনঃ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقا، وخياركم خياركم لنسائهم"

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" [৫৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিন ব্যক্তিকে স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা স্ত্রীকে প্রহার করে তাদের তিরষ্কার করে বলেছেন যে, তারা ভালো লোক নয়।[৬০] খাবার রান্না মজা কম হওয়া বা এধরনের মামুলী কারণে আমাদের দেশে স্ত্রীকে প্রহারের যে নজীর দেখা যায় তা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

মুহাম্মদ ইবনু কাসীর (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাবারের দোষ-ক্রটি প্রকাশ করেন নি। ভাল লাগলে তিনি খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তা রেখে দিয়েছেন।" [৬১]

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা ইওসলাম স্বামীকে স্ত্রী প্রহারের অধিকার দিয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং, স্ত্রীর কোনো আচরণে অসন্তুষ্ট হলেও স্বামীকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে স্ত্রীর অন্য আচরণ তাকে সন্তুষ্ট করবে।[৬২] শুধুমাত্র অব্যহত প্রকাশ্য চূড়ান্ত অশ্লীলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে হালকা প্রহারের (যন্ত্রণাদায়ক নয়) কথা বলা হয়েছে।[৬৩]

একজন মুসলিম হিসেবে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। সেইসাথে, স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে সম্মান করা এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।[৬৪]

<u>তথ্যসূত্রঃ</u>

৫৮) সুরাহ রুম, আয়াতঃ২১ (৩০ঃ২১)
৫৯) রিয়াদুস সালেহীন, বিবিধ ,আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৭৮
৬০) রিয়াদুস সালেহীন, বিবিধ ,আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৭৯
৬১) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৪০৯

৬২)রিয়াদুস সালেহীন, বিবিধ ,আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৭৫
৬৩) রিয়াদুস সালেহীন, বিবিধ ,আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৭৬
৬৪) রিয়াদুস সালেহীন, বিবিধ ,আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৭৬

নারীদের মোহরানা না দেওয়া একটি সামাজিক কুপ্রথাঃ

মুসলিম বিবাহে দেনমোহরকে একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি একটি মহিলার বৈবাহিক সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার যা স্ত্রী তার বিবাহের ফলস্বরূপ তার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হন।[৬৫]

শরীয়াহ অনুযায়ী নারীরা বিবাহের সময় স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর পাওয়ার অ্ধিকারী হলেও বাস্তবে বাংলাদেশের নারীরা প্রায়শই তার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। বিয়ের রাতে দেনমোহর মওকুফ করার একটি প্রথা এই দেশে বিদ্যমান। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেনমোহর দিলেও তা ঘোষিত পরিমানের চাইতে অনেক কম দেওয়া হয়। এদেশের বেশিরভাগ নারীদের মধ্যে দেনমোহর সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছেদের সময়ই দেনমোহরের দাবি করার অধিকার তৈরি হয়। গ্রামাঞ্চলে ৯০ শতাংশ মুসলিম নারীরা কোন দেনমোহর পান না।[৬৬] এছাড়াও দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরীর ৮৮% মুসলিম স্ত্রী কোনো দেনমোহর পাননি।[৬৭]

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দেনমোহরকে শুধুমাত্র একটি লৌকিকতা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। শরিয়াহ্ আইনের অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ নারীই তাদের দেনমোহরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলিম স্বামীর মধ্যে মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন স্বামী ঘোষিত দেনমোহর দেন না , অন্যদিকে নারীর পরিবারও অনেক সময় আদায়যোগ্য দেনমোহর নির্ধারণ না করে লোকদেখানো সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য অযথা বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষটির সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ করেন। মোহরানার পরিমাণ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্রীর মতামত নেওয়া হয় না। [৬৮]

কিছু নারী মোহরানা পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের মোহরানা নিজে ব্যবহার কারার স্বাধীনতা পান না। বিয়ের সময় কিছু দেওয়া হলেও সেই সম্পদের নিয়ন্ত্রণ স্বামীর কাছেই থাকে। এছাড়াও পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্য অনেক নারী মোহরানা পাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা দাবি করেননা। [৬৯]

তথ্যসূত্রঃ

৬৫) Ferdousi, N. (2019). The practice of dower and dowry in muslim marriage in Bangladesh: A legal analysis. Jurnal Syariah, 27(3), 547-564.

৬৬) Ferdousi, N. (2019). The practice of dower and dowry in muslim marriage in Bangladesh: A legal analysis. Jurnal Syariah, 27(3), 547-564.

৬৭) Karim, M. R.(2020) Laws relating to dower and practices in Bangladesh: A study on educated women.

৬৮) Karim, M. R.(2020) Laws relating to dower and practices in Bangladesh: A study on educated women.

৬৯) Karim, M. R.(2020) Laws relating to dower and practices in Bangladesh: A study on educated women.

ইসলামে নারীদের মোহরানা পাওয়ার অধিকারঃ

একজন মুসলমান নারী বিয়ের সময় তার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পাওয়ার অধিকারী হন। বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেওয়া সম্পদকে মোহরানা বলে।[৭০]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

" আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও। "[৭১]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমেদের মতে, মোহরানা অর্থকরী সম্পদ হওয়া আবশ্যক নয়। অপরদিকে, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেকের অভিমত অনুযায়ী মোহরানা অর্থকরী সম্পদ হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমেদের মতে, মহরের কোন সর্বনিম্ন পরিমাণ নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যে পরিমাণ নির্ধারণ করবে তাই মোহরানা হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে ফকীহগণের কোন মতভেদ নেই। মহরের কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নেই, বরং তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতির উপর নির্ভর করে।[৭২]

স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা ওয়াজিব। বিয়ের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণ করা থাকলে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা বিয়ের পর একান্ত নির্জনবাসের পূর্বে প্রদান করতে হবে। যদি মোহরানা নির্দিষ্ট করা না হয় তবে মহরে মিসিল ওয়াজিব হয়। মহরে মিসিল হলো কনের পিতার সম্প্রদায়ের কনের সমবয়সী এবং সমপর্যায়ের অন্য কোন নারীর মোহরানা। মহর মাফ চাওয়া পুরুষ আত্মসম্মানের পরিপন্থী। তবে, স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দিলে তা মাফ হয়ে যাবে। নারী কোন ধরণের জোরজবরদস্তী বা সামাজিক চাপের বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে মোহরানা মাফ করার কথা বললে তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৩]

যদি বিয়ের সময় মোহরানা না দেয়া হয়ে থাকে তবে তা পরে আদায় করে দিতে হবে। মহরের উদ্দেশ্য লৌকিকতা নয়, বরং এটি পরিশোধযোগ্য ঋণ। মেয়েদের জন্য নিজের স্বামীর কাছে মোহরানা দাবী করা দূষনীয় কিছু নয়। কারণ, এটি নারীর শরিয়তসম্মত অধিকার। মোহরানা না দিয়ে স্বামীর মৃত্যু হলে তার পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করতে হবে। মোহরানা না পেয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হলে, স্ত্রীর আত্মীয় মোহরানার অধিকারী হবেন।[৭৪]

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মোহরের উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র স্ত্রীরই থাকে। নারীর এই মোহরানালব্ধ সম্পদের উপর অন্য কারও কোন অধিকার নেই।[৭৫]

তথ্যসূত্রঃ

৭০) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women's Rights in the Qur'an, Sunnah and Heritage of Islam. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 321-331

৭১) সূরাহ নিসা, আয়াতঃ ৪

৭২) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৭৩) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৭৪) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৭৫) Fatima, K., Siddiqui, U. M., & Ahmed, I. (2022). Social And Marital Rights Of Women In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study. Webology (ISSN: 1735-188X), 19(3).

বাংলাদেশে নারীদের উত্তরাধিকারের সম্পদ হতে বঞ্চিত করার সামাজিক প্রচলন রয়েছেঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের দেশে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এই অধিকার থেকে অনেক সময়ই নারীদের বঞ্চিত করা হয়।

- বেশিরভাগ মহিলকে তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয়
- যেইসব নারী উত্তরাধিকারে সম্পত্তির মালিকানা পান তাদের অনেকেরি সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।
- অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক কুপ্রথা একজন নারীকে তার উত্তরাধিকার তার ভাইদের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।
- যারা তাদের ভাইদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসম্পত্তি দাবি করে তাদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া হয়।[৭৬]

তথ্যসূত্রঃ

৭৬) Khan, I., Abdullah, M.F., Rahman, N.N.A., Nor, M.R.B.M. and Yusoff, M.Y.Z.B.M., 2016. The right of women in property sharing in Bangladesh: Can the islamic inheritance system eliminate discrimination?. *SpringerPlus*, *5*, pp.1-8.

ইসলাম নারীদের সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়েছেঃ

আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সুরাহ নিসার ১১ এবং ১২ নাম্বার আয়াতে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবিরণ পাওয়া যায়।

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً
فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

" আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল"। [৭৭]

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن

كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য- যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে আর যদি সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, তাদের কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর এবং তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সিকি অংশ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ- তোমাদের কৃত ওয়াসীয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতাহীন ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর শুধু বৈপিত্রেয় একটি ভাই বা একটি ভগ্নি থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছ' ভাগের এক ভাগ। যদি তারা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে সকলেই তৃতীয়াংশে শরীক হবে কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এ হল আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"[৭৮]

এর পরের দুই আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ

"এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে"। [৭৯]

অতএব পরকালে সফল হতে হলে আল্লাহর দেয়া এই বিধান নারী-পুরুষ সবাইকেই মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সম্পদে নারীর যে উত্তরাধিকার দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার পরিণতি ভয়াবহ। নারীদেরকে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার জন্য বা উত্তরাধিকারের সম্পদের কব্জা এবং অধিকার অন্যকে দিয়ে দেয়ার জন্য কোনও ধরণের সামাজিক চাপ প্রয়োগ

করা কাম্য নয়। নারীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়াই মু'মিনের কর্তব্য। বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নারীর প্রাপ্য অধিকার না দিলে নারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অধিকার আদায় করে নেয়াতে লজ্জার কিছু নেই।

অপরদিকে বর্তমানে পশ্চীমা বিশ্বে মনে করা হয় নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সমান সমান হওয়া উচিৎ। তাদের অনুকরণে আমাদের দেশেও বিভিন্ন সময় এই ধরণের দাবী তোলা হয়েছে। কিন্তু, আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারই ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ তা'আলা নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন। বিয়ের সময় পুরুষ দেনমোহর দিতে বাধ্য। এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম পুরুষের উপর নিজের সাথে সাথে তার স্ত্রী, সন্তান, মা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য নারী আত্মীয়ের (উদাহরণঃ অবিবাহিতা বা বিধবা বোন) ভরণপোষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রয়েছে। অন্যদিকে নারীদের উপর তার নিজের বা অন্য কারও ভরণপোষণের আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।[৮০] নারীর তার উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও ব্যবহারের সম্পুর্ণ স্বাধীনতা ইসলামে রয়েছে। পুরুষ তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে এবং ইসলাম প্রদত্ত নারীর সম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলেই সমাজে নারী-পুরুষের আর্থিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[৮১]

৭৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১, (০৪:১১)
৭৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২, (০৪:১২)
৭৯) সুরাহ নিসা, আয়াত ১৩-১৪, (০৪:১৩-১৪)
৮০) (Al-Qaradawi, Yusuf. The Status of Women in Islam. Translated by Muhammad Mustafa Gemeaah. Global Grey, 2013.)
৮১) Khan, I., Abdullah, M.F., Rahman, N.N.A., Nor, M.R.B.M. and Yusoff, M.Y.Z.B.M., 2016. The right of women in property sharing in Bangladesh: Can the islamic inheritance system eliminate discrimination?. SpringerPlus, 5, pp.1-8.

নারীদের নিজের সম্পদের কব্জা না পাওয়া অথবা নিজের সম্পদ বিনিয়োগ এবং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা না থাকা, নারীদের প্রতি করা একটি অন্যায়ঃ

আমাদের এই দেশে অনেক নারীই নিজের অর্জিত সম্পদের কব্জা পায় না। নিজের উপার্জনের অর্থ পুরোটাই স্বামীর হাতে তুলে দিতে হয়। আবার অর্থ নারীর কাছে থাকলেও নিজের সম্পদ বিনিয়োগ এবং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা অনেক নারীরই থাকে না।[৮২]

তথ্যসূত্রঃ

৮২) Khan, I., Abdullah, M.F., Rahman, N.N.A., Nor, M.R.B.M. and Yusoff, M.Y.Z.B.M., 2016. The right of women in property sharing in Bangladesh: Can the islamic inheritance system eliminate discrimination?. SpringerPlus, 5, pp.1-8.

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাঃ

ইসলাম নারীদের পূর্ণ আর্থিক মর্যাদা দিয়েছে। নারীরা সব ধরনের সম্পদের অধিকারী হতে পারে। শরী'আহ নারীদের তাদের সম্পদ যে কোন জায়গায় ব্যয় করার স্বাধীনতা দিয়েছে। নারীর ক্রয়, বিক্রয়, বাণিজ্য, বিনিময়, অনুদান এবং ঋণ প্রদান করার অধিকার আছে । তিনি তার সম্পদ থেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ কতে পারবেন, যেমনঃ দান, গরীব ও দরিদ্রদের সাহায্য করা, মসজিদ, মাদ্রাসা বা হাসপাতাল নির্মাণ করা, তার পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দেওয়া ইত্যাদি। নিজের সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে তিনি তার পিতা, স্বামী, ভাই বা অন্য যে কোন পুরুষের সম্মতি নিতে বাধ্য নন। সীরাহ থেকে এর উদাহরণ দেখা যায় যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রা.) তাঁর ক্রীতদাসী হিসেবে জন্ম নেওয়া একটি মেয়েকে মুক্ত করেছিলেন। এর জন্য নবীজির (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অনুমতি প্রার্থণার প্রয়োজন হয়নি।[৮৩] স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার উপার্জন ও সম্পত্তিতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করা হারাম। নারীর অসম্মতিতে তার অর্থ থেকে খরচ করার অধিকার কারও নেই, এমনকি এই খরচ তার পরিবারের জন্য হলেও।[৮৪] তবে নারী স্বেচ্ছায় তার পরিবারের জন্য খরচ করলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা পুরষ্কৃত করবেন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ". وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَنْ هُمَا ". قَالَ زَيْنَبُ قَالَ " أَيُّ الزَّيَانِبِ ". قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ " نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ".

'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি [যায়নাব (রাঃ)] বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখলাম তিনি বলছেনঃ তোমরা সাদকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যায়নাব (রাঃ) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ থেকে সা'দকা আদায় হবে কি? তিনি [ইবনু মাস'উদ (রাঃ)] বললেন, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জেনে এসো। এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল (রাঃ) কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করুন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সাদকা করলে কি আমার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কে? বিলাল (রাঃ) বললেন যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন যায়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে, আত্মীয়কে দেওয়ার সাওয়াব আর সাদকা দেওয়ার সাওয়াব। [৮৫]

তথ্যসূত্রঃ

৮৩) Mehfooz, M., & Noor, R. , (2019) “Practical Depiction of Gender Equality in Fiqh ul Seerah Perspective: An Analytical Assessment”, Al-Ilm, Vol.3 Issue2, pp 17-30

৮৪) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women’s Rights in the Qur’an, Sunnah and Heritage of Islam. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 321-331.

৮৫) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৪৬৬

সমাজে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের প্রতি সহযোগিতার অভাবঃ

আমাদের দেশে বিধবা নারীরা অনেকসময় মানবেতর জীবনযাপন করেন। অনেকে ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্বামীর বাসস্থানে তারা সম্মানের সাথে থাকতে পারেন না। অন্যদিকে নিজের বাবার বাড়িতেও অনেক ক্ষেত্রেই অনাকাংখিত থাকেন। সরকারী ভাবেও তাদেরকে জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা করা হয় না। ২০২২-২০২৩ সালে কিছু বিধবার জন্য মাসে পাঁচশত টাকা করে ভাতা বরাদ্দ ছিল।[৮৬]

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক নারী তাদের স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হন। দারিদ্র্য, পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, বেকারত্ব, যৌতুকের অযৌক্তিক দাবি পূরণ না হওয়া ,মাদকের ব্যবহার ইত্যাদি এই পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ। এইসব নারী তাদের উপর নির্ভরশীল শিশুসহ প্রায়ই সামাজিক সহযোগিতা ও পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে জীবনধারণ করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিশেষকরে বস্তি এলাকায় এইসব নারীরা তাদের শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব এবং শ্রমের কঠোর লিঙ্গ বিভাজনের কারণে তারা প্রায়শই কম মজুরিতে কাজ করে, এমনকি কখনও কখনও তারা বেঁচে থাকার জন্য অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হন। [৮৭]

তথ্যসূত্রঃ

৮৬) Mahmudulhassan, M., Waston, W., & AN, A. N. (2023). The Rights and Status of Widows in Islam: A Study from the Perspective of Multicultural

Islamic Education in the Context of Bangladesh. *Multicultural Islamic Education Review*, *1*(1), 01-14.
৮৭) Ahmed, N., & Ahmmed, F. (2015). "Problems and challenges of deserted women in Bangladesh: An observational study". *Journal of International Social Issues*, *3*(1), 1-11.

ইসলামে বিধবা নারীর অধিকারঃ

ইসলামে বিধবা নারীর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অধিকার আছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং খিলাফতে রাশেদীনের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিধবা নারীর অধিকার সম্পর্ক আলোচনা করা প্রচেষ্টা করা হলোঃ

- স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, বিধবাকে তার চার মাস দশ দিন ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। এইসময় বিধবার সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।[৮৮]
- মৃত স্বামী যদি দেনমোহর পরিশোধ না করে থাকেন তবে তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের পূর্বে তার সম্পদ থেকে তার বিধবা স্ত্রী দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হন।[৮৯]
- মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার আছে। ইসলামিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় মৃত স্বামীর সন্তান না থাকলে স্ত্রীকে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক চতুর্থাংশ দিতে হবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে তবে তিনি এক-অষ্টমাংশের অধিকারী হন।[৯০]
- ইসলাম বিধবাদের পুনরায় বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। তবে, অনেক বিধবা আছে যারা তাদের সন্তানদের ভালোবাসায় এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পুনরায় বিয়ে করেন না। তারা যদি পুনরায় বিয়ে না করে এবং তার মৃত স্বামীর স্মৃতির নিয়ে সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে চায়, ইসলাম তার এই সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানায় এবং এমন নারীর জন্য রসুল সাঃ বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করেছেন।[৯১]
- সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব শুধু বিধবাদের নয়। ইসলাম বিধবাদের এককভাবে সন্তানের দায়িত্ব নেয়া থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পিতার অনুপস্থিতিতে পিতামহ সন্তানের অভিভাবক হবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে ইসলামী

রাষ্ট্রের বিচারক সম্পদ ও ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবক নির্ধারণ করবেন।[৯২] বিধবা ও তার সন্তানদের কল্যাণসাধন ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অংশ। তাই সরকারের উচিত প্রত্যেক বিধবা এবং তার সন্তানদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চিত করা। উমর (রাঃ) যখন খলিফা ছিলেন তখন তিনি তাঁর খুতবায় বলেছিলেন,

"আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়।" [৯৩]

তথ্যসূত্রঃ

৮৮) Ahmad, N., Ghazali, N. M., Othman, R., & Ismail, N. S. (2019). Women's Rights in Marriage: Between Qur'anic Provision and Malpractice. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities.

৮৯) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৯০) সুরাহ নিসা, আয়াত ১২ (০৪ঃ১২)

৯১) Mahmudulhassan, M., Waston, W., & AN, A. N. (2023). The Rights and Status of Widows in Islam: A Study from the Perspective of Multicultural Islamic Education in the Context of Bangladesh. Multicultural Islamic Education Review, 1(1), 01-14.

৯২) ৮৫

৯৩) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বার ৩৭০০

ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদের পর নারীর অধিকারঃ

বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীকে তার স্ত্রীর ইদ্দতের সময় ভরণপোষণ দিতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদের পরও অবশ্যই সন্তানের ভরণপোষণ পিতার বহন করতে হবে।[৯৪]

অধিকাংশ ফক্বীহ এর মতে তালাকের পরে মহিলারা কেবল ইদ্দতকালীন সময়ে তাদের স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। ইমাম আত-তাবারী (রহঃ), ইমাম আল-কুরতুবী (রহঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) এর মতে যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন তার জন্য সেই তালাকপ্রাপ্ত নারীকে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ-পরবর্তী আর্থিক সহায়তা দেয়া ওয়াজিব। স্বামীর

আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে আর্থিক ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ণয় করার দায়িত্ব ইসলামী আইনে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকের (কাযী)। এই পরিমান বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতে পারে। তালাকের পরে স্ত্রীর যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করাই এই বাধ্যতামূলক অর্থ সহায়তার উদ্দেশ্য। [৯৫]

ইদ্দতকালীন সময় শেষে প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষনের অধিকার থাকে না। এই সময় শেষে নারীর আবার বিয়ে করার অধিকার আছে। আমাদের সমাজে যে সকল নারীদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে তাদের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য সাধারণত ভালো ভাবে দেখা হয় না। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য তালাকপ্রাপ্ত নারীদের অবহেলা করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।[৯৬] নারীর পুনরায় বিবাহ না হলে প্রাপ্তবয়স্কা স্বামীহীনা দরিদ্র নারীর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব তার মাহরামের।[৯৭]

তথ্যসূত্রঃ

৯৪) Ahmad, N., Ghazali, N. M., Othman, R., & Ismail, N. S. (2019). Women's Rights in Marriage: Between Qur'anic Provision and Malpractice. *Pertanika Journal Of Social Science And Humanities*

৯৫) Ashraf, Z. (2023). Spotting the Knots of Post-Iddah Maintenance in Shari’ah & Law. *Al-Kashaf*, *3*(02), 1-13.

৯৬) Ashraf, Z. (2023). Spotting the Knots of Post-Iddah Maintenance in Shari’ah & Law. *Al-Kashaf*, *3*(02), 1-13

৯৭) আশরাফুল হিদায়া, তৃতীয় খন্ড

দেশে মুসলমান নারীদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব এবং আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করার উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাবঃ

আমারা একটু আগে আলোচনা করলাম যে, এই সমাজে নারীদের বোঝা মনে করা হয়। এবং অনেক স্থানেই তাদেরকে মৌলিক অধিকার এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। নারীদের প্রতি এই মানসিকতার একটি কারণ নারীদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কম অংশগ্রহণ। শিক্ষা অর্জন এবং হালাল উপায়ে উপার্জনের মাধ্যমে নারীরা নিজেদের জীবনের সমস্যা দূর করতে পারেন সেই সাথে পরিবার ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু, এই সমাজে এক দিকে যেমন নারীদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করা হয়, অন্যদিকে এই দেশে মুসলমান নারীদের আত্মমর্যাদার সাথে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং কর্মপরিবেশেরও অভাব রয়েছে। ফলে, অনেক নারী অর্থের অভাবে সমাজের অন্যায় এবং বঞ্চনা সহ্য করতে বাধ্য হন।

ইসলামে নারীদের শিক্ষার অধিকারঃ

পবিত্র কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ শব্দ হলো “পড়ো”[৯৮] । এর থেকেই বুঝা যায় ইসলাম কিভাবে জ্ঞান ও শিক্ষাকে মূল্য দেয়। আর এই পড়া এবং শিক্ষার আদেশ নারী-পুরুষ সবার জন্যই প্রযোজ্য।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে নারী-পুরুষ উভয়েই এসে তাঁর কাছ থেকে দ্বীন শিখতেন। আনসার নারীদের সাহসিকতা ও শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁদের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, আনসারদের নারীরা কতই না চমৎকার; লজ্জা তাদের দীন শিক্ষায় বাধা দেয়নি।[৯৯]

মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ, তাঁর নারী সাহাবীগণ ও নারী তাবেঈদের অনেকেই শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদানের জন্য পরিচিত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, আয়েশা (রাঃ), অনেক হাদিস-বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অনেক সাহাবীকে ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং পারিবারিক আইন শিখিয়েছেন। ইসলাম নারী-শিক্ষাকে নির্দিষ্ট ধরণের জ্ঞান শেখার জন্য সীমাবদ্ধ করেনি, সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে এমন শিক্ষার নযীর ইসলামে আছে। উল্লেখ্য যে, ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, আল-কারাউইয়্যিন বা আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা করেন ফাতিমা আল-ফিহরি নামক একজন মুসলিম নারী।[১০০]

রসুল (সাঃ) আবং তঁর সাহাবীদের সময় নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ দিতেন, যা সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হত। হুদাইবিয়া চুক্তির সময় উম্মে সালমাহ (রাঃ) রসুল (সাঃ)কে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। উমর (রাঃ) খলিফা থাকাকালীন নারীদের দেনমোহরের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ করতে চাইলে একজন নারী পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে খলিফার (রাঃ) কথার প্রতিবাদ করেন এবং ফলশ্রুতিতে ঐ নারীর যুক্তি উমর (রাঃ) মেনে নিয়েছিলেন।[১০১]

ধর্ম, আইন, চিকিৎসা, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তখনকার নারীরা জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সমাজে অবদান রেখেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে রসুল (সাঃ) এর কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। যেমন, কাইলা(রাঃ) কেনা-বেঁচা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) হাফসাহ (রাঃ)কে লিখা এবং রোগ নিরাময়ের দু'আ শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[১০২]

নবী(সাঃ) এর হাদীস শিখা এবং তা শেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল লক্ষ্য করার মতো। নবী (সাঃ) অধিকাংশ স্ত্রীরা নবীর হাদীস শিখেছিলেন। এক্ষেত্রে, আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সালমার (রাঃ) এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিপুল সংখ্যক মানুষ হজরত আয়েশা (রা.) থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা প্রচার করেন। এটি বলা হয় যে শরীয়তের আদেশের এক চতুর্থাংশ আয়েশা (রা.) দ্বারা বর্ণিত।[১০৩]

মহানবী (সাঃ) এর সময় মহিলাদের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। মহিলারা একবার নবী করীম (সাঃ)কে অনুরোধ করলেন তাঁদের শিক্ষার জন্য একটি দিন ধার্য করে দেয়ার। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন।[১০৪] নারীরা ঈদে রসুল (সাঃ) এর খুৎবা শুনতে যেতেন। [১০৫] নবী (সাঃ) নারীরা মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে বাঁধা দিতে মানা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ ‏"‏ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا ‏"‏‏.‏

'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) সুত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সালাতের জন্য মসজিদে যাবার) অনুমতি চায় তাহলে তার স্বামী তাকে যেন বাধা না দেয়।[১০৬]

রসুল (সাঃ) নিজে যেমন নারীদের শিক্ষা দিয়েছেন তেমনি অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন তাদের স্ত্রী- পরিজিনদের শিক্ষা দিতে—

মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না (রহঃ) ... মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দিও। [১০৭]

নবী(সাঃ) এর মৃত্যুর পরও অনেক মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ দুইজন নারীর কথা উল্লেখ করা হলোঃ আলী (রা.) এর সন্তানদের মধ্যে, নাফিসা (রা.) ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞানের জন্য এতটাই সুপরিচিত ছিলেন যে এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও মিশরে তার শিক্ষার আসরে নিয়মিত অংশ নিতেন। ইমাম মালিক (রহঃ) এর কন্যা যিনি ইমাম দার-ই-হিজরা নামে পরিচিত, অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যখনই একজন ছাত্র ইমাম মালিক (রহঃ) এর বিখ্যাত বই "মুয়াত্তা" পড়ার সময় ভুল করতেন, তখনই তার মেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেন এবং ইমাম মালিক (রহঃ) তখন সেই আবার পড়তে বলতেন। [১০৮]

মহানবী (সাঃ) নারী-শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা তাদের মেধা ও শিক্ষাকে সমাজের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। বর্তমানেও নারীদের মসজিদে দ্বীন-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। সেই সাথে নারীদের যাতে তাদের মেধা নিজেদের, পরিবারের এবং সমাজের অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নারীদের সম্মানের সাথে শিক্ষা-অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

তথ্যসূত্রঃ

৯৮) সূরাহ আলাক্ব, আয়াত ০১ (৯৬ঃ০১)

৯৯) সহীহ মুসলিম, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৩২

১০০) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women’s Rights in the Qur’an, Sunnah and Heritage of Islam. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, *17*(3), 321-331
১০১) Fatima, K., Siddiqui, U.M. and Ahmed, I., 2022. Social And Marital Rights Of Women In Islam And Zoroastrianism: A Comparative Study. Webology (ISSN: 1735-188X), 19(3).
১০২) Ahmed, S., & Arain, N. (2021). THE ECONOMIC ACTIVITIES OF WOMEN AT THE ERA OF PROPHET MUHAMMAD PBUH. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(18), 1164-1172.
১০৩) Nasir, M., & Akhter, M. S. (2016). Scholarly and Economic Empowerment of Women in early Islamic Era. Journal of Research (Humanities), 52.
১০৪) সহীহ বুখারী , আন্তর্জাতিক নাম্বার, ১০১
১০৫) সহীহ মুসলিম, আন্তর্জাতিক নাম্বার, ৮৮৪।
১০৬) সহীহ বুখারী , আন্তর্জাতিক নাম্বার, ৮৭৩
১০৭) সহীহ বুখারী , আন্তর্জাতিক নাম্বার, ৭২৪৬
১০৮) Nasir, M., & Akhter, M. S. (2016). Scholarly and Economic Empowerment of Women in early Islamic Era. Journal of Research (Humanities), 52.

ইসলামে নারীর উপার্জনের স্বাধীনতাঃ

মুসলিম নারীদের কাজ করে উপার্জন করার স্বাধীনতা আছে। সাধারণভাবে ইসলামে অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ নয়, যতক্ষণ না ইসলামী নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। নারীরা তাদের পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করে শরিয়তে বৈধ কাজ করতে পারেন। তবে, এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবার পরিচালনা করা নারীদের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিৎ এবং বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী এবং মা হিসাবে তাদের দায়িত্বে যাতে অবহেলা না হয় তা খেয়াল রাখা উচিৎ। মুসলিম নারীদের কাজ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা মুসলিম কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।[১০৯]

রসুল (সাঃ) এর জীবনে এবং তাঁর পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের নযীর আছে। মহানবী (সাঃ) এর নারী সাহাবীগণ ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসা এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন।

খাউলা, মালিকা, সাকাফিয়া এবং বিনতে ফাখারিয়া (রাঃ) সুগন্ধির ব্যবসা করতেন। অনেক নারী আনসার সাহাবী (রাঃ) কৃষিকাজ করতেন।[১১০] কাইলা (রাঃ) জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতেন।[১১১] মহানবী (সাঃ) এর যুগের নারীরা হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে দারুণ অবদান রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নাব হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতেন এবং তা বিক্রি করে তার পরিবারকে সাহায্য করতেন।[১১২]

মহানবী (সা.)-এর নারী সাহাবীগণ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা ও সেবা দিতেন এবং গণীমতের অংশ পেতেন । মহিলা সাহাবীগণ (রাঃ) চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য পুরুষ সাহাবীদের (রাঃ) সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। “মহিলারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যুদ্ধে যেত? আর তারাও কি গণীমতের মালের অংশীদার?” এই প্রশ্নের জবাবে ইবন ’আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মহিলাদের ব্যাপার হলোঃ তারা তো আহতদের সেবা-যত্ন করত এবং তারা পানি পান করাতো; (কাজেই, তারাও পুরস্কার হিসাবে কিছু গণীমতের অংশ পেত। যোদ্ধাদের ন্যায় পূর্ণ অংশ তারা পেত না।[১১৩] রুফাইদা আল-আসলামিয়াকে বিশ্বের প্রথম মুসলমান মহিলা নার্স এবং সার্জন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী। তিনি বহু যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে ছিলেন।[১১৪] হজরত উম্মে আতিয়াহ (রা.) সাতটি অভিযানে সাহাবীদের জন্য খাবার রান্না করেছিলেন।[১১৫]

আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাঃ) হাফসাহ(রাঃ)কে লেখা শিখাতেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নামলার (একজিমা) রোগের জন্য দোয়া (দুআ) শেখানোর জন্যও বলেন।[১১৬] ইসলামের দ্বিতীয়

খলিফা উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) এবং আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে (রাঃ) মদিনায় একজন প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। আশ-শিফা(রাঃ) পরে ইরাকের বসরায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রধান হন। খলিফা উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) সামরা বিনতে নুহাইক আল-আসাদিয়াকে মক্কার বাজারের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন।[১১৭]

ইসলাম কিছু শর্তসাপেক্ষে নারীদের বাড়ির বাইরে কাজ করার অনুমতি দেয়। নারী তার নিজের বা তার পরিবারের প্রয়োজনে বা সমাজেরই প্রয়োজনে নারীত্ব রক্ষা করে শরিয়তের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৈধ তার সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। কাজের প্রয়োজন শুধু আর্থিক দিক দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। এটা হতে পারে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন। যেমনঃ একজন নারী যিনি বিবাহিত নন, অথবা বিবাহিত নারী যার শিশুসন্তান নেই বা যার নিজের শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কাজ করার সময় ও সুযোগ আছে তিনি তার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানসিক প্রশান্তি পেতে পারেন।[১১৮] সমাজে কিছু কাজে নারীর অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। যেমনঃ চিকিৎসা, নার্সিং, শিক্ষকতা, এবং সামাজিক ও দাতব্য কাজ ইত্যাদি।[১১৯] এমনকি বিভিন্ন পণ্য ও সেবার নারী গ্রাহিকার জন্য নারী ব্যবসায়ী , নারী ব্যাংকার এবং নারী অফিসার থাকা নারীদের জন্য স্বস্তিদায়ক। তবে, এক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের আলাদা বসার ব্যবস্থা, আলাদা ওয়াশরুম, আলাদা নামাজের স্থান থাকা উচিৎ।

ইসলামী আইন কার্যকর না থাকায় কিছু মুসলিম নারী বেঁচে থাকার জন্য চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। বিশেষকরে তালাক পরবর্তী সময়ে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ইসলামে প্রদত্ত আর্থিক নিরাপত্তা বাস্তবে সমাজ থেকে পাওয়া যায় না। তারা নিজের এবং সন্তানদের জীবন ধারণের প্রয়োজনে কাজ করতে বাধ্য হন।[১২০] এইসব নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরি করাও সমাজের দায়িত্ব।

ইসলাম বিয়ের পূর্বে এবং পরে নারীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু, দুখঃজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশে ইসলাম প্রদত্ত এইসব নারী অধিকারের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। বরং, নারীর অধিকার পরিপন্থী অনেক সামাজিক কুপ্রথাকে অজ্ঞতার কারণে ধর্মীয় প্রথা লে ভুল করা হয়। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে নারী-পুরুষ উভয় সচেতনভাবে ইসলামপ্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হলেই একমাত্র বাংলাদেশের নারীদের বিভন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা হতে মুক্তি মিলবে।

তথ্যসূত্রঃ

১০৯) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women's Rights in the Qur'an, Sunnah and Heritage of Islam. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 321-331.

১১০) Ghadanfar, M. A. (2001). *Great women of Islam*. Darussalam.

১১১) সুনান ইবনু মাজাহ, ২২০৪

১১২) Tasgheer, T. F. A. (2021). Women Entrepreneurship in Early Islamic Era; A motivation for women in modern age. AL-QAWĀRĪR, 2(04), 1-13.

১১৩) সুনান আবূ দাউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২৭১৮

১১৪) Tasgheer, T. F. A. (2021). Women Entrepreneurship in Early Islamic Era; A motivation for women in modern age. AL-QAWĀRĪR, 2(04), 1-13.

১১৫) (Akhtar, N. (2021). Historical Contribution of Muslim Women in the Construction of Islamic Society at Medina During the Early Period of Islam. AL-HIDAYAH, 3(1), 91-99.

১১৬) (Ahmed, S., & Arain, N. (2021). THE ECONOMIC ACTIVITIES OF WOMEN AT THE ERA OF PROPHET MUHAMMAD PBUH. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(18), 1164-1172.)

১১৭) Ahmad, N., Ishak, M. H., & al-Fijawi, M. F. A. (2020). Women's Rights in the Qur'an, Sunnah and Heritage of Islam. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 321-331.

১১৮) Al-Qaradawi, Yusuf. (2013), *The Status of Women in Islam*. Translated by Muhammad Mustafa Gemeaah. Global Grey.

১১৯) Badawi, J.A., 1995. Gender equity in Islam (Vol. 2, pp. 427-428). by IDM Publications.

১২০) Badawi, J.A., 1995. Gender equity in Islam (Vol. 2, pp. 427-428). by IDM Publications.

বার্ধক্যে বাংলদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ

বাংলাদেশে বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক নারীরা নানা-রকম সমস্যা, প্রতিকূলতা এবং বঞ্চনার শিকার হন। বাংলাদেশে ৬০ বছরের বেশি অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। আমাদের এই দেশে বয়স্কদের অবস্থা শোচনীয় এবং এই বয়স্কদের অর্ধেকের বেশি হলো বয়স্ক বিধবা বা একা নারী। বয়স্ক মহিলাদের বিশেষ করে বিধবা এবং পুত্রহীন নারীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট। তাঁরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হন। অনেক বয়স্ক মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন এবং অনেকক্ষেত্রেই তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বহনের জন্য প্রবীণরা ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে । এর মধ্যে নারীও আছেন। যদিও ইসলামে নারীরা উত্তরাধিকারে সম্পদ পাওয়ার কথা, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে, গ্রামীণ ও বস্তি এলাকার বেশিরভাগ মহিলার জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি নেই। ফলশ্রুতিতে, তারা বৃদ্ধ বয়সে আরও খারাপ অবস্থায় থাকেন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক বিধবাদের অবস্থা শহরাঞ্চলের চেয়েও খারাপ। তারা তাদের স্বামীর পরিবার দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয় এবং মাতৃগৃহেও তাদের কোন স্থান নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে তারা নিজেরা উপার্জন করেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না। তারা চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে যান।[১২১]

বাংলাদেশের সমাজে বেশিরভাগ বয়স্ক বিধবারা সম্মান পান না এবং তাদেরকে বোঝা মনে করা হয়। হিন্দু বয়স্ক বিধবারা বেশি আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন। হিন্দু বয়স্ক বিধবারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হন এবং হিন্দু বয়স্ক বিধবাদের স্বামীর মৃত্যুর পরপরই তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হয়।[১২২]

তথ্যসূত্রঃ

১২১) Barikdar, A., Ahmed, T., & Lasker, S. P. (2016). The situation of the elderly in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Bioethics*, *7* (1), 27-36.
১২২) Islam, M. (2020), "Socio-Economical Conditions of Aged Widow in Bangladesh." ABC Research Alert, 8(2), PP: 84-98

ইসলামের আলোকে বার্ধক্যে নারীর অধিকারঃ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণ করার আদেশ করেছেন,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।[১২৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার হলো মা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ " . وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললঃ তারপর কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তারপর তোমার বাপ। [১২৪]

প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য তার বৃদ্ধা দরিদ্র মাতা, নানী এবং দাদীর ভরণপোষণ করা যদিও তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়।[১২৫] পিতা মাতা যদি দরিদ্র হয় এবং তাঁদের সন্তান যদি সম্পদশীল হয় তাহলে তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সন্তানের জন্য ওয়াজিব হয়।পিতামাতার ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয় সমান। পিতা যদি অসচ্ছল হন এবং তার ছেলেমেয়ে যদি সচ্ছল হয় তবে দুইজনের উপর অর্ধেক করে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে।প্রাপ্তবয়স্কা স্বামীহীনা সন্তানহীনা দরিদ্র নারীর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব তার মাহরামের।[১২৬]

আমরা দেখতে পেলাম ইসলাম সকল বয়সী নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রদান করেছে। কন্যা, স্ত্রী, মা বা সমাজের একজন সদস্য সকল রূপেই নারীরা ইসলামে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে মুসলমান নারীরা রসুল (সাঃ) এর যুগে সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের যথযথ অধিকার পেয়েছেন এবং পরিবারের এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে পেরেছেন। আমাদের সমাজেও রসুল (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের প্রতি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ

১২৩) সুরাহ ইসরা, আয়াত, ২৩ (১৭ঃ২৩)
১২৪) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৯৭১
১২৫) আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
১২৬) আশরাফুল হিদায়া, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৮১-৬৮২

ইসলামের নারীর অধিকার বনাম প্রচলিত নারী অধিকারঃ

একদিকে যুগ যুগ ধরে এই উপমহাদেশে চলে আসা সামাজিক কুপ্রথাসমূহ যেমন নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে আসছে, অপরদিকে সমাজের অনেক বঞ্চিতা নারী পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত নারী অধিকারের মিথ্যা মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন। বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হতে হলে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকারের সাথে পাশ্চাত্য প্রভাবিত নারী অধিকারের পার্থক্য নারীদের অনুধাবন করতে হবে।

পাশ্চাত্য প্রভাবিত নারী অধিকার	ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার
পুরুষকে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।[১২৭]	নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক ও সহযোগী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

	وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ***"মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, নামায ক্বায়িম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান।"*** [১২৮]
পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও উত্তরাধিকার সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান-সমান অধিকারের কথা বলা হয়।[১২৯]	সমতা নয় বরং সাম্য এবং ন্যায্যতার মাধ্যমে ন্‌রী অধিকার নিশ্চিত করা হয়।নারী-পুরুষের দায়িত্ব এবং অধিকার ভিন্ন। [১৩০]
নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। নারী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক পার্থক্যের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। [১৩১]	ইসলামে নারী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক পার্থক্যের ভিত্তিতে তাঁদের কাজ ও দায়িত্বের ভিন্নতা স্বীকার করে। এবং উভয়ের দায়ত্বপূর্ণ ভালো কাজই আল্লাহ তা'আলার কাছে মূল্যবান। وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ***"আর শপথ তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী, নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের।"*** [১৩২]
নারীর নারীত্ব ও নারীসুলভ নমনীয়তাকে উন্নয়ের পরিপন্থী মনে করা হয়। [১৩৩]	ইসলাম নারীর নারীত্ব ও কোমলতাকে মূল্যায়ন করে। এ কারণে পুরুষদের এমন কিছু বিষয় হারাম যা নারীদের জন্য করা জায়েজ। যেমনঃ স্বর্ণ এবং খাঁটি সিল্কের পোষাক পরিধান। [১৩৪] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

	“আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ঐসব পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং ঐসব নারীকে যে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে”। [১৩৫] পোষাক, আচরণ এবং কাজ সবকিছুতেই পুরুষের অনুকরণ নারীর জন্য কাম্য নয়। বরং নারী তার স্বকীয়রূপেই ইসলামে মর্যাদার অধকারিণী। সমাজ, পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় এবং প্রজন্মের বহমানতা নিশ্চিত করার জন্য নারীর কোমল নারীত্ব এবং পুরুষের দায়িত্বশীল পৌরষত্বের ভূমিকা অপরিহার্য।
‘নারীর মুল ভুমিকা ঘরে এবং পুরুষের দায়িত্ব বাইরে উপার্জন করা’ এই ধারণাকে নারী অধিকারের পরিপন্থী হিসেবে দেখা হয়। সন্তান পালনসহ ঘর সামলানোতে নারীর ভূমিকাকে হেয় করা হয়।[১৩৬]	ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ন, সুন্দর এবং কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের দায়িত্ব নির্ধারন করে দিয়েছে। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ". ***আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।*** [১৩৭]

	নারী তাঁর ঘরে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য মর্যাদার অধিকারী হন। সন্তান পালনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এজন্যই ইসলামে মা কে সবচেয়ে বেশী ভালো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৮] এবং নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব মাহরাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নারীর জন্য ভরণপোষনের ব্যবস্থা করা পুরুষের উপর দায়িত্ব এবং এটি ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার।[১৩৯]
অর্থ উপার্জনকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং সাফল্য মনে করা হয়। কোন নারী উপার্জন না করে ঘরে থাকলে তা মেধার ও শক্তির অপচয় হিসেবে দেখা হয়।[১৪০] নারীর উপর বাইরে কাজ করে উপার্জন করার জন্য সামাজিক চাপ তৈরী করা হয়। "আমি নারী, আমি সব পারি" এই ধরণের স্লোগানের মাধ্যমে নারীদেরকে সুপারউইমেন হওয়ার কথা শেখানো হয়।	শারীরিক-মানসিক কষ্ট সহ্য করে প্রতিকূল পরিবেশে ঘরের বাইরে উপার্জন করতে ইসলাম নারীকে বাধ্য করে না। ইসলাম যেমন বৈধ উপায়ে নারীকে অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা দেয় তেমনই কোনও নারী বাইরে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও ইসলাম তাকে মর্যাদা দেয়।[১৪১] সাফল্য মানে শুধু অর্থ উপার্জন নয়। ইসলামে প্রকৃত সাফল্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। নারী তার মেধা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেকোন ভালো কাজ করে জান্নাত লাভ করতে পারলে তাই প্রকৃত সাফল্য।
নারী স্বাধীনতার নামে পোষাক, কাজ, পুরুষের সাথে অনৈতিক মেলেমেশার ক্ষেত্রে নিজের মনের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনকে নারী অধিকারের পরিপন্থী মনে করা হয়। [১৪২, ১৪৩]	ইসলাম মানুষকে সেচ্ছাচারী হওয়ার অধিকার দেয় না। 'ইসলাম' অর্থই হলো 'মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ' । তাই, নারীকেও ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে শরীয়তের বিধান মেনে জীবন গঠনের শিক্ষা দেয় ইসলাম। ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নারীর সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ

১২৭) https://en.wikipedia.org/wiki/Third-wave_feminism

১২৮) সূরাহ তাওবাহ, আয়াত ৭১, (৯ঃ৭১)

১২৯) https://www.britannica.com/topic/feminism

১৩০) Al-Qaradawi, Yusuf. (2013) *The Status of Women in Islam.* Translated by Muhammad Mustafa Gemeaah. Global Grey.

১৩১) https://en.wikipedia.org/wiki/Third-wave_feminism

১৩২) সূরাহ লাইল, আয়াত, ৩-৪, (৯২-৩ঃ৪)

১৩৩) https://www.britannica.com/topic/feminism/The-suffrage-movement

১৩৪) Al-Qaradawi, Yusuf. (2013) *The Status of Women in Islam.* Translated by Muhammad Mustafa Gemeaah. Global Grey.

১৩৫) সুনান আবূ দাউদ, ৪০৯৮

১৩৬) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Feminine_Mystique

১৩৭) সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ২৩৮৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৫৫৪

১৩৮) সহীহ বুখারী, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৯৭১

১৩৯) আশরাফুল হিদায়া, তৃতীয় খন্ড

১৪০) https://www.britannica.com/topic/feminism/The-suffrage-movement

১৪১) Al-Qaradawi, Yusuf. (2013)The Status of Women in Islam. Translated by Muhammad Mustafa Gemeaah. Global Grey

১৪২) https://en.wikipedia.org/wiki/Third-wave_feminism

১৪৩) https://www.britannica.com/topic/feminism/The-suffrage-movement

বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য করণীয়ঃ

বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং ইসলামে নারীদের অধিকার পর্যালোচনা করে এইদেশের নারীদের জন্য করণীয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে সফলতা অর্জনে উত্তম উপায়ে এই অর্থ ব্যবহারে নারীদের অর্থনৈতিক জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।
- নারীদের অর্থনৈতিক সমস্যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান করার জন্য জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করতে হবে। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটিতে শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি অর্ন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- সম্মানিত আলেমগণ অনলাইন প্রোগ্রামে ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা তুলে ধরতে পারেন। কন্যাসন্তান লালনপালনের ফযীলত, স্ত্রীর অধিকার, মায়ের অধিকার, নারীশিক্ষার গুরুত্ব এবং ইসলামে এর গৌরবময় ইতিহাস, দেনমোহর, নাফাক্বা, উত্তরাধিকার এবং নারীদের অর্থনীতিক স্বাধীনতা এইসব বিষয় কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে সম্মানিত আলেমগণ আলোচনা করে সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণে এবংইসলাম প্রদত্ত নারীঅধিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।
- সমাজের ভুল ধারণা সমূহ ও কুপ্রথা সমূহের বিরূদ্ধে প্রচারণা করা প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং খবরের কাগজে এই সম্পর্কে লিখতে হবে।
- নারীদের মসজিদে প্রবেশের অধিকার দেয়া উচিৎ। মসজিদে এই সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে যাতে নারীরা নিজে সচেতন হতে পারেন এবং পরিবার ও সমাজে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারেন
- সচেতন নারীরা নিজেদের পরবর্তী মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী করে এবং ছেলেদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলায় ভূমিকা পালন করতে পারেন

- পুরুষদেরও ইসলামে নারীদের মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত নারীদের অর্থনিতিক প্রাপ্যসমূহ পূর্ণ মর্যাদার সাথে তাদের পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- নারিশিক্ষা এবং নারীর কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে মুসলমান নারীরা ইসলামের স্বর্নালী যুগের মত নিজের, পরিবার এবং সমাজের কল্যাণে নিজেদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারেন।
- পাশ্চাত্যের শিখানো নারী অধিকারের ভ্রান্তমোহ এবং উপমহাদেশের সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারী নিষ্পেষণের কুপ্রথা এই দুই ধরনের প্রান্তিকতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে নারী-পুরুষ সবাইকেই শিক্ষা এবং সচেতনতা গড়ার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহারঃ

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা ইসলামে নারীদের যে অধিকার দিয়েছেন আমাদের সমাজে অনেকক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ দেখা যায় না। বরং, সমাজের বানানো ভ্রান্ত অনেক প্রচলনকে ইসলামের নাম দিয়ে চালানোর চেষ্টা করা হয়। নারীরাও অনেকেই নিজেদের আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অধকার সম্পর্কে জানেন না। এছাড়া, পুরুষদের ও এই সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব আছে। এমনকি ভুল জানার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরাও নারীদের উপর যুলুম করে ফেলেন।এইসব কারণে আমাদের দেশেই অনেক নারী নানা রকম বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ফলে, মুক্তির পথ হিসেবে অনেকেই পশ্চিমের শিখিয়ে দেওয়া নারী স্বাধীনতায় আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। কিন্ত, প্রকৃত মুক্তি তো শুধু আল্লাহর বিধান অনুসরণেই পাওয়া সম্ভব। নারীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা হতে মুক্ত করতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আল্লাহর বিধান জানার এবং মানার চেষ্টা করেতে হবে এবং সুন্দর কল্যাণকর সমাজের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে।